নিয়ে যা তোদের মরা দূরে নিয়া রাখ।
গাজী নামে শিন্নি মেনে এক মনে থাক।।"
সঙ্গে যারা এসেছিল করে পরিহার।
তারা কহে 'হাজী গাজী তুমি সর্ব্বসার।।
তুমি ওঝা তুমি বৈদ্য তুমি ধন্বতরী।
তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু তুমি হর হরি।।'
ঠাকুর বলেন "আমি কিসের মানুষ।
বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন আমি অতি কাপুরুষ।।
রঘু কীর্ত্তুনের বেটা গোলক কীর্ত্তুনে।
আমি কি মানুষ বাপু উহার ওজনে।।
মোর মত লোক ওর পা'র জুতা বয়।
মোর মত লোক ওর পা' ধুয়ে বেড়ায়।।
মোর মত লোক ওর না'র দাঁড় বায়।
মোর মত লোক ওর মোট বয়ে খায়।।
কলিকালে নাহি কোন স্বয়ং অবতার।
নলীয়া 'বারের' পর বার' নাহি আর।।
কোথা হ'তে আসিয়াছি ঠাকুর কিসের।
ব্যাধি যদি নাহি সারে শেষে পাবি টের।।"
শুনিয়া বিস্মিত হৈল গোলোকের মন।
উঠিতে না পারে বলে 'দেহ শ্রীচরণ।।
অপরাধ করিয়াছি বলে জানা'ব কি।
আমি দৈত্য মদে মত্ত পাষণ্ড দেমাকি।।
ব্রহ্মাণ্ডেতে নাহি আর মো' সম পাতকী।
সুখে মত্ত হইয়া হয়েছি চিরদুঃখী।।
যারা মোরে আনিয়াছে তোমার নিকট।
তাহাদের সঙ্গে আমি করিয়াছি হট্।।
সবে বলে তুমি নাকি স্বয়ং অবতার।
ত্যক্ত হ'য়ে তাদের করেছি কটুত্তর।।
আমি তো পাষণ্ড নাহি ভক্তি আমার।
তুমি তো করুণানিধি আমি দুরাচার।।
পতিতপাবন নাম ধর দয়াময়।
এমন পতিত আর পাইবে কোথায়?
কোন যুগে পেয়েছ কি এমন পতিত?
মহা উদ্ধারণ নাম ধর কর হিত।।
অজামিলে উদ্ধারিলে সে হয় ব্রাহ্মণ।
পূর্বে তার ছিল কত সাধন ভজন।।
মাতৃসেবা পিতৃসেবা করিত সদায়।
বৈষ্ণব আচার ছিল সরল হৃদয়।।
মায়ানারী দিয়া তাঁরে মোহে পুরন্দর।
সেই মায়ানারী সঙ্গে করে পাপাচার।।
নারায়ণ নাম ল'য়ে হইল উদ্ধার।
তাহাতে দয়াল নাম না হ'ল প্রচার।।
কলিকালে দয়াল অবতার দুটি ভাই।
উদ্ধার করিলে প্রভু জগাই মাধাই।।
ব্রহ্মবংশে অবতংশ জন্মা'লে দোঁহারে।
নাম-ব্রহ্ম প্রচারিতে দস্যুবৃত্তি করে।।
না করে বৈষ্ণব নিন্দা পরস্ত্রী হরণ।
এ সকল পাপ না করিল কদাচন।।
'জোর-জারী করে খে'ত মারিয়া কাড়িয়া।
তাহা দোঁহে উদ্ধারিলে নাম-ব্রহ্ম দিয়া।।
তোমাদের দয়াগুণ করিলে প্রচার।
তোমার হইতে হ'ল তাহারা উদ্ধার।।
উদ্ধারিলে হীরা নটি প্রচারিলে ভক্তি।
দারুব্রহ্ম অবতারে তারে কৈলে মুক্তি।।
ভক্তিহীন জ্ঞানহীন আমি পাপাচারী।
পশু হ'তে পশুগণ্য মিছা দেহ ধরি।।'
ঠাকুর বলেন "বাছা নহে তো কপট।
আমার মত ঠাকুরে বহে' তোর মোট।।
জগতের মোট বহি ঘুচাই সঙ্কট।
দে রে মোট উঠাইয়া বহি তোর মোট।।"
গোলোকে বলিছে 'মোট দিব দয়াময়।
হেন শক্তি দেহ যদি তবে দেওয়া যায়।।
মোট যদি নিতে চাইলে বলিলে শ্রীমুখে।
তবে মোট নিতে হ'বে এই দায় ঠেকে।।